হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, হযরত আবুবকর (রাঃ)'র জীবনের কঠিন সমস্যাগুলি যদি পাহাড়ের ওপরে অবতীর্ণ হত; সেও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটিতে মিশে যেত, কিন্তু তাঁকে রসূলগণের ন্যায় ধৈর্য্য দান করা হয়েছিল।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

15 APRIL 2022

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ইউ.কে. যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারকে প্রদত্ত ১৫ এপ্রিল ২০২২ এর জুম'আর খুৎবা।

আঁহযরত (সাঃ)এর মহান খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)'র প্রশংসাসূচক গুণাবলীর বর্ণনা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

গত খুৎবার আগের খুৎবা জুমআয় ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে যাওয়া লোকেদের বিরুদ্ধে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের বর্ণনা চলছিল। প্রকাশিত বিভিন্ন বর্ণনা এবং বিভিন্ন সন্দর্ভ থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম হতে বিমুখ হয়ে যাওয়ার কারনে নয়, বরঞ্চ তাদের বিদ্রোহ তথা যুদ্ধের কারনে হযরত আবুবকর (রাঃ) তাদের শাস্তি দিয়েছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)ও ইসলাম হতে বিমুখ হয়ে যাওয়া লোকেদের ঐরূপ ব্যবহারকে ধৃষ্টতাপূর্ণ ও বিদ্রোহ নামে অবিহিত করেছেন। তিনি (আঃ) বলেন; রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর দেহান্তের পর ইসলাম তথা মুসলমানদের ওপরে সঙ্কটময় পরিস্থিতি এসে পড়ে; সেই মূহুর্তে অনেক মোনাফেক ইসলাম হতে বিমুখ হয়ে যায়; মিথ্যাবাদী একটি দল নবুওতের দাবী করে বসে; মুসৈলমা কাজ্জাব এর সঙ্গ দিয়ে মোটামোটিভাবে লক্ষাধিক মূর্খ এবং দুষ্ট লোক বিদ্রোহ করে বসে। ঠিক সেসময়ে মোমিনদের ওপরে একপ্রকারের ভারী ভূমিকম্প এসে যায়। ঠিক ঐ সময়ে হযরত আবুবকর (রাঃ)কে খলীফা নির্বাচিত করা হয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন আমার পিতাকে খলীফা নির্বাচিত করা হয়; প্রথম থেকেই তিনি (রাঃ) সর্বপ্রকারের উপদ্রবীয় তুফান তথা মিথ্যা নবীর দাবিদারদের গতিবিধি এবং মোনাফেক তথা মূর্খ লোকেদের বিদ্রোহকে দেখেন। সেসময়ে হযরত আবুবকর (রাঃ)কে এরূপ বিষম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়; যদি ঐরূপ কঠিন বাস্তবতা পাহাড়ের ওপরে আসত তবে সেও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলি ধূসরিত হত। কিন্তু হযরত আবুবকর (রাঃ)কে নবী-সম ধৈর্য্য ও সন্তোষ প্রদান করা হয়েছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন; সমস্যা বাড়তেই থাকে এমনকি আল্লাহ্‌র সহায়তা এসে যায়। মিথ্যা নবীর দাবিকারকের হত্যা তথা মুর্তাদদের বধ করা হয়। ফিৎনা দূরীভূত করা হয়; আল্লাহ্‌তাআলা মোমিনদেরকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে তাদের ভয়ের পরিস্থিতিকে শান্তিতে বদলে দেন; ধর্মকে স্থায়িত্ব প্রদান করা হয় তথা ধরাতলে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। দুষ্টদের মুখে কালিমা লেপন করে আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেন। এই কাঠিন্যের পরে মোমিনদের অন্তরের প্রসন্নতা তথা চেহারায় স্বস্তি ফিরে আসে; তাঁরা হযরত আবুবকর (রাঃ)কে একজন অভিনন্দিত ব্যক্তিত্ব তথা নবী-সম সমর্থনপ্রাপ্ত মনে করতেন; আর এসব কিছুই হযরত আবুবকর (রাঃ)'র সততা তথা দৃঢ় বিশ্বাসের কারণে হয়েছিল।

বিদ্রোহীদের বিনাশ করতে হযরত আবুবকর (রাঃ) সৈন্যবাহিনীর বিভাজন করে এগারটি ভাগে বিভক্ত করেন। এগারজন সেনাপতির হাতে ইসলামের পতাকা দিয়ে এলাকার বিভিন্ন ক্ষেত্র-সীমায় প্রেরণ করেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)কে তুলৈহা বিন খুবৈলিদ এবং বতাহ বিন মালিন বিন

নবেরার নিকট, হযরত ইকরিমা বিন আবুজাহল (রাঃ)কে মুসৈলমার নিকট, হযরত মুহাজির বিন আবু উমাইয়া (রাঃ)কে অঙ্গীর সেনাবাহিনী, কৈস বিন মকশুহ এবং কন্দা'র নিকটে, হযরত খালিদ বিন সইদ বিন আস (রাঃ)কে হম্‌ক্‌তীন-এ, হযরত ওমর বিন আস (রাঃ)কে কাজাআ, বদীআ তথা হারিস বাহিনীর নিকটে, হযরত তরীফা বিন হাজিজ (রাঃ)কে বনু সলীম এবং হওয়াজিন এর নিকটে, হযরত সুবেদ বিন মকরান (রাঃ)কে তিহামা'য় এবং হযরত আলী বিন হদরমী (রাঃ) কে বহরীনের বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) প্রত্যেক দলের আমীরদের নির্দেশ দেন যে তাঁরা যেদিক দিয়েই যাবেন; পথিমধ্যে শক্তিশালী মুসলিমদেরকে যেন নিজ নিজ দলে নিয়ে নেন এবং কিছু সশক্ত লোকেদেরকে যেন সেই এলাকার সুরক্ষার জন্য সেখানে রেখে যান।

হযরত আবুবকর (রাঃ)'র এই সৈন্য বিভাজনের বর্ণনা করতে গিয়ে একজন লেখক তাঁর লেখনীতে বর্ণনা করেন যে, এই অভিযানের জন্য সৈন্যবাহিনীর কেন্দ্রস্থল করা হয়-জুল্কসা নামক স্থানটিকে। এখান হতে সংগঠিত ইসলামী সেনাদল, ইসলাম বিমুখ বিদ্রোহীদের উপদ্রব বিনাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন এলাকাভিমুখে যাত্রা করে। সৈন্যদলের বিভাজন তথা প্রত্যেক দলের জন্য উপযুক্ত সীমা'র নির্দ্ধারণ থেকে স্পষ্টতঃ প্রমাণ হয় যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) ভূগোলের গভীর জ্ঞানাধিকারী ছিলেন; শুধু তাই নয়, আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চল তথা ঐ মহাদ্বীপের মানব বস্তী সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁর (রাঃ)'র সেনাদের সহিত সম্পর্কও অতীব সুদৃঢ় ছিল। সমস্ত সেনা নিজেদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক রাখতেন তথা তাঁরা খেলাফতের মহত্বপূর্ণ সফলতাকারী ছিলেন। কেননা এই সেনাদের ভেতরে নেতৃত্বের নিপুণতার সহিত সংগঠনের কৌশলও বর্তমান ছিল। ইসলাম বিমুখগণ নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিস্তৃত ছিল; তথা তারা মনে করত যে, মাত্র কয়েক মাসের মাঝেই তারা সমস্ত মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। এজন্যই হযরত আবুবকর (রাঃ) মনে করেন যে, সহসা বিদ্রোহীদের বৈভব তথা প্রতিষ্ঠাকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। এমতাবস্থায় তাদের ফেৎনা বৃদ্ধির পূর্বেই; তাদেরকে উৎখাত করা হয়; তাদেরকে এরূপ কোন সুযোগ দেয়া হয় না যে তারা মাথা তুলতে পারে তথা তারা আগামীতে মুসলমানদেরকে কোনরূপ কষ্ট দিতে পারে।

হযরত আবুবকর (রাঃ) সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বের চয়ন সম্পর্কে প্রকারাদি বর্ণনা করতে গিয়ে অন্য আরেক লেখক ডাঃ আলী মুহাম্মদ সালাবী লিখেন যে, সিদ্দীকে আকবর (রাঃ), রাজধানী মদিনার সুরক্ষার জন্যে সেনাবাহিনীর একটা অংশ এবং শাসনীয় ব্যবস্থার বিষয়ে বিচার-বিমর্শের জন্য অভিজ্ঞ এবং পূরাতন সাহাবীদের আর একটি দল নিজের নিকটে রেখে দেন। অতঃপর তিনি নির্দেশ প্রদান করেন যে, তাঁরা যেদিক দিয়েই যাবেন; পথিমধ্যে শক্তিশালী মুসলিমদেরকে যেন নিজ নিজ দলে নিয়ে নেন এবং কিছু সশক্ত লোকেদেরকে যেন সেই এলাকার সুরক্ষার জন্য সেখানে রেখে যান। মুর্তাদদের সহিত যুদ্ধকালীন সময়ে হযরত আবুবকর (রাঃ) দুটি নির্দেশ-পত্র পাঠিয়েছিলেন। প্রথমতঃ আরব গোত্রদের নাম এবং দ্বিতীয়তঃ সেনাবাহিনীর জন্য নির্দেশ-সূচক। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) **'সির্‌রুল খিলাফাহ্'** পুস্তিকায় আরব গোত্রদের নামে উল্লিখিত পত্রের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, উচিৎ হবে যে আমরা এখানে সেই পত্র লিখে দিই, যাতে করে এই পত্র দ্বারা সূচনা পাওয়া যাবে যে, সে সময়ে সিদ্দিকে আকবর (রাঃ)'র শায়রুল্লাহ্‌র (আরাধনা) করার প্রচলন এবং রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর সমস্ত সুন্নাত রক্ষায় তাঁদের দৃঢ়তা। যা আপনাদের নিজ ঈমান তথা বিবেকের প্রগতিতে সহায়তা হবে। পত্র ছিল নিম্নরূপ ঃ

"এই পত্র আবুবকর খলিফাতুররাসুল (সাঃ)এর পক্ষ থেকে এবং প্রত্যেক ছোট-বড় ব্যক্তির জন্য। আম্মাবাদ..... একথা স্পষ্ট যে আল্লাহ্‌তাআলা মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)কে নিজের পক্ষ থেকে পূর্ণ অধিকার দিয়ে মানুষদের জন্য মুবাশ্‌শির এবং নজীর (খুশীর সংবাদ দাতা এবং সাবধানকারী) তথা আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর আদেশানুযায়ী, তাঁর দিকে আহ্বাণকারী তথা জ্যোতি প্রকাশকারী সূর্য-সম আবির্ভূত করেছেন। যাতে করে তিনি (সাঃ) তাদের সাবধান করান যারা জীবিত এবং অস্বীকারকারীদের প্রতি এ আদেশ সত্য প্রতিপন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ্‌তাআলা সেই ব্যক্তিকে সত্যের সহিত সংশোধিত করেন, যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)কে গ্রহণ করেছে। আর যে ব্যক্তি

তিনি (সাঃ) কে অস্বীকার করে, সে ঐ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সত্যের সহিত হার মেনে সত্যকে গ্রহণ করে ইসলামে প্রবেশ না করেছে। অতঃপর রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু এর পূর্বে তিনি (সাঃ) আল্লার আদেশাবলী, নিজ উম্মতদের প্রতি প্রেরণ করার যা দায়িত্বাবলী তাঁর নিকট আল্লাহ্ অর্পিত করেছিলেন তা পূর্ণ করে দেন। আল্লাহ্তায়ালা ইসলামে যে কিতাব কুরআন করীম নাযেল করেছেন; তাতে বিস্তারপূর্বক সঠিক পথের দিশা নির্দেশ ব্যক্ত করেন।.....আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র তাক্ওয়া এবং তোমাদের ভাগ্য তথা সুফল প্রাপ্তহেতু, যা আল্লাহ্র নিকট তোমাদের জন্য নিশ্চিত রয়েছে তথা সেই শিক্ষা; যা তোমাদের নবী (সাঃ) তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন, সেই অনুযায়ী কর্ম করার জন্য তোমাদের অনুরোধ করছি। তিনি (সাঃ)এর দিশা নির্দেশ অনুযায়ী সত্যমার্গ ধারণ কর; তথা আল্লাহ্র ধর্ম শক্তহাতে আঁকড়ে ধর। কারণ প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যাকে তিনি রক্ষা করেন না, তাকে পরীক্ষায় ফেলে দেওয়া হবে; যাঁকে তিনি সহায়তা করেন না; সে অসহায় এবং মিত্রহীন। অতএব আল্লাহ্ যাকে হেদায়াত দান করেন, সে হেদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়। এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত করেন।.....তথা পৃথিবীতে সেই ব্যক্তির কোন কার্য ততক্ষণ পর্যন্ত স্বীকৃত হয় না; যতক্ষণ না সে ইসলাম ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় না নেয়। তাছাড়া আখেরাতেও তার বৃথা পার্থিব কর্মের বিনিময়ে কোন ক্ষতিপূরণ গ্রহন করা হবে না। আমি এটা জানতে পেরেছি যে, তোমাদের মধ্যে কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করার পরে এবং ইসলামের রাস্তায় কর্ম করার পরেও আল্লাহ্তাআলাকে ধোকা দিয়ে তথা সেপথে মুর্খতাপূর্ণ কার্য করে এবং শয়তানের অনুসরণ করে নিজ ধর্ম হতে বিমুখতা ধারণ করেছ।.....সুতরাং আমি মুহাজির তথা আনসার তথা সুন্দরভাবে অনুসরণকারী তাবেঈনদের সেনার ওপরে অমুক অমুক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছি; তথা আমি তাদের এ আদেশ দিয়েছি যে; তারা যেন কাউরির সহিত যুদ্ধ না করে; আর কাউকে তারা সে সময় পর্যন্ত বধ না করে; যতক্ষন না তারা তোমাদের আল্লাহ্র দিকে আহ্বাণ না করে। অতঃপর যারা এ আহ্বানে সাড়া দিবে তথা স্বীকার করবে এবং নিজের কুকর্ম পরিত্যাগ করবে, পূণ্য কর্ম করবে এবং পূণ্য কর্মে সাড়া দিবে; তাদেরকে আলাদা করা হবে। আর যারা অস্বীকার করবে; আমি আদেশ দিয়েছি, তারা যেন তাদের এ কথার ওপরে যুদ্ধ করে; এ যুদ্ধে যে ধরাশায়ী হবে তাকে যেন জীবিত ছেড়ে না দেওয়া হয়। অথবা তাদেরকে যেন আগুনে পুড়িয়ে অথবা প্রত্যেক প্রকারে তাকে যেন হত্যা করা হয়। তথা মহিলা এবং বাচ্চাদেরকে যেন বন্দী করা হয়। এছাড়াও কাউরির কাছ হতে ইসলাম ব্যতীত আর কোন কিছু যেন গ্রহণ না করা হয়। অতঃপর যারা তাদের অনুসরণ করবে; তাদের জন্য এ অতি উত্তম তথা যে ব্যক্তি তাদের ছেড়ে দেবে, সে আল্লাহ্কে বিবশ করতে পারবে না। এবং আমি আমার সংবাদ বাহককে এ নির্দেশ দিয়েছি যে; সে যেন আমার এ পত্র তোমাদের প্রত্যেক গোত্রের নিকট পাঠ করে শোনায় এবং আযান হচ্ছে ইসলামের ঘোষণা। সুতরাং যখন মুসলমানরা আযান দেয়, সেসময়ে তারাও যেন আযান দেয়; এমতাবস্থায় তাদের ওপর যেন আক্রমন না করা হয়। আর তারা যদি আযান না দেয়; তাহলে তাদের ওপরে যেন তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করা হয়। আর তারা যদি আযান দেয়, তাহলে তাদের অন্য কর্ত্তব্যগুলিও পূর্ণ করাও। তাতেও যদি তারা অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তৎক্ষণাৎ তাদের ওপরে আক্রমণ কর। এমতাবস্থায় যদি তারা স্বীকার করে নেয়; তাহলে তাদের স্বীকারোক্তি যেন গ্রহণ করে নেওয়া হয়।”

হযরত আবুবকর (রাঃ) দ্বিতীয় পত্র সেনাবাহিনীর এগারজন সেনাপতির নামে লিখেন তথা প্রত্যেক আমীরকে কড়া আদেশ দেন যে তাঁরা যেন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রত্যেকটি বিষয়ে আল্লাহ্র তাক্ওয়া ধারণ করেন। যতদূর পর্যন্ত সম্ভব, তাঁরা যেন আল্লাহ্র বিষয়ে সাধারণদের সঙ্গ দিয়ে সংঘর্ষ তথা জেহাদের আদেশ দান করেন। যারা আল্লাহ্র বিষয়ে বিমুখ হয়ে ইসলাম থেকে সরে গিয়ে শয়তানী অভিলাষা অবলম্বন করেছে; সর্বপ্রথমে তাদেরকে অন্তিম সীমা পর্যন্ত যেন বোঝান হয় তথা তাদেরকে যেন ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। যদি তারা ইসলামকে পূনরায় কবুল করে তাহলে; তাদের সহিত লড়াই যেন না করা হয়; আর তারা যদি কবুল না করে; তৎক্ষণাৎ তাদেরকে এমনভাবে আক্রমণ করা হয়; তারা যেন আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। অতঃপর তাদের অধিকার ও

কর্তব্যকে তাদের সামনে যেন তুলে ধরা হয়; এবং তাদের থেকে ফরয অনুযায়ী যেন ওসুল করা হয় তথা তাদের অধিকার যেন তাদেরকে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি এ নিয়মকে অস্বীকার করবে তার সহিত অনিবার্যরূপে যেন যুদ্ধ করা হয়। এর পরে যদি তাদের ওপর বিজয় প্রাপ্ত হয় তবে তাদেরকে কঠোরভাবে অস্ত্র এবং আগুন দ্বারা যেন বধ করা হয়।

ডাঃ আলী মুহাম্মদ সালাবী সাহেব লিখেন; এ পত্রে এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় যে, ইসলাম হতে বিমুখ হয়ে যাওয়া বিদ্রোহীদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া যাক। কাউকে তো জ্বালানোর শাস্তি দেওয়া উচিৎ নয়, আগুন দ্বারা যাতনা দেওয়া কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র কাজ; কিন্তু সে পরিস্থিতিতে তাদেরকে জ্বালানোর আদেশ এজন্যই দেওয়া হয়েছিল; ঐ বিদ্রোহীরা ঈমানদার গোত্রদের সহিত এইরূপ ব্যবহার করেছিল; আর **কিসাসের** শাস্তিরূপে তাদের জন্যও ঐরূপ আদেশ পারিত করা হয়েছিল।

আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন শরীফে এরূপ বলেছেন; যেমনটা কেউ করে, বদলা-স্বরূপ তাকে সেইরূপ শাস্তি দেওয়া হোক। বিদ্রোহীরা মুসলিমদেরকে জ্বালানো তথা তাদের ওপরে ঘোর অত্যাচার করে বধ করার মত ঘৃণ্য অপরাধে অপরাধী ছিল; এজন্যই হযরত আবুবকর (রাঃ) তাদেরকে ঐ একইভাবে হত্যা করার শাস্তিযোগ্য আদেশ দিয়েছিলেন, যে ব্যবহার তারা মুসলিমদের সহিত করেছিল।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন যে এ বর্ণনা আগামীতেও ইনশাল্লাহ্‌ বর্ণিত হবে, রমযানে হয়ত বা অন্য খুৎবাও মাঝে আসবে; হতে পারে এ বর্ণনায় সময় লাগবে। কিন্তু পরবর্তীতে এ বিষয়ে যে খুৎবা আসবে সেখানে এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা হবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্‌ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

15 APRIL 2022

Prepared by

MANSURAL HAQUE
NAZIM ANSARULLAH
DISTRICT BIRBHUM, WEST BENGAL

BANGLA KHUTBA KHULASA JUMAH
HUZOOR ANWAR (ATBA)

DISTRIBUTED BY
Ahmadiyya Muslim Mission
Badarpur, P.O. Boaliadanga
Distt: Murshidabad, 742101, W.B.